বিপ্রতীপ ভালোবাসা - ৩

(জুলিয়া উপাখ্যান এর তৃতীয় পর্বের পর)

মুর্শেদুল কবির

লোপা-উপাখ্যান

লোপা গতকাল অনেক রাত জেগে পড়েছে। তার উপর আবার সকাল সাতটায় উঠে ক্লাস ধরতে হয়েছে। ভেবেছিলো সারা দুপুর আর বিকেল ঘুমিয়ে রাত আর সকালের ঘুমের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নেবে। ওর প্ল্যানট সফল হয়েছে ঠিকই তবে অনিন্দ্যও সাথে ঝগড়া করে মুডের পুরোটাই খারাপ হয়ে গেছে। ফোন ছাড়ার পর লোপা মন খারাপ করে কিছুক্ষন বসে রইল। 'রাজনের সম্পর্কে ওকে জানানোটা মোটেও উচিৎ হয়নি' বিড়বিড় করে বল্ল ও । এই ছেলেটাকে সে নিছক ফ্রেন্ড ছাড়া আর কিছুই কখনো ভাবেনি। তাই তো ও ওকে অকপটে রাজনের কথা বলেছে। কিছু দিন আগে ছেলেটা যে ওকে কিভাবে প্রোপজ করল, ও ভেবেই পায় না। ভেবেছিলো, অনিন্দ্য আর যাই হোক, ও আর দশটা ছেলের মতন না, কিছু দিন ফোনে কথা বলার পরই প্রেম নিবেদন করার মত আনসোশ্যাল ও নয়। কিন্তু ওর সে ধারনা ভেঙ্গে গেছে। সে জন্যই প্রথম প্রথম ওর সাথে দেখা করতে চায়নি, অনিন্দ্যকে এখনও ও এড়িয়ে যেতে চায়।

তবে সত্যিই রাজনের সাথে কথা বলতে ওর এখন ভীষণ ইচ্ছা করছে। ইদানিং কি হয়েছে ওর, একটু মন খারাপ হলেই কথা মনে পড়ে। আর সাথে সাথেই অদ্ভুত ভালোলাগার আবেশে হৃদয়টা ভরে উঠে। আর কণ্ঠে যে কি জাদু আছে! শুনলে শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে। জীবনে প্রথম প্রেমের মজাই আলাদা, সেটা ও বেশ উপভোগ করে। মাত্র কয়েক মাস আগে রাজনের সাথে ওর পরিচয়, ওদের পরিচয়টা কিছুটা বিচিত্রভাবে হয়েছে। ওর এক বান্ধবী, তমার কাছ থেকে ওর মোবাইল ফোনের জন্য একটা সিম সেকেন্ডহ্যান্ডে কিনেছিলো, সেটার মধ্যে তমার ফুফাতো ভাই রাজনের নাম্বার ছিলো। কৌতুহলবশতঃ একদিন ঐ নাম্বারে ডায়াল করতেই অত্যন্ত স্মার্টভাবেওহ্যালো' বলা হল। লোপা সাধারনত এক হ্যালোতে কাত হবার মত মেয়ে নয়, কিন্তু সেদিন যে কি হল ওর, ঘোর লাগা এক ধরনের রোমাঞ্চকর চোরাবালিতে ধীরে ধীরে ও ডুবে যেতে লাগল মনের অজান্তে। এভাবে রাজনের সাথে ওর পরিচয়, পরিচয় থেকে পরিনয়, ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা। পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল, লোপা কিছু বুঝে উঠার আগেই টের পেল যে রাজনের হাতে ওর হৃদয়টা ইতোমধ্যেই খোয়া গেছে। তবে ব্যাপারটা অনেকটাই ওয়ান সাইডেড। রাজনের কাছে লোপার যে খুব একটা আবেদন নেই এটা ও বেশ ভালোই বুঝতে পারে। তমার কাছ থেকে একদিন ও কৌশলে জেনে নিয়েছিলো যে রাজনের কোন বিলাভড্ নেই। তবুও রাজন ওকে এড়িয়ে চলে কেন ও জানে না। ও যথেষ্ট সুন্দরী, স্মার্ট, শিক্ষিতা ও যোগ্যতাসম্পন্না। ওর মতো একজন মেয়ের সঙ্গ অকারনে সরাসরি প্রত্যাখান করা পৃথিবীর যে কোন যুবকের জন্যই অতীব অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই রাজন অবলীলায় ওর সাথে করে যায়। সেজন্যেই জেদ ও হীনমন্যতা একই সঙ্গে কাজ করে ওর ভেতর। 'আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে ওর উপায় নেই'- এটা ওর জেদ আর 'আমার ডাকে ও যদি সাড়া না-ও দেয় তবে তো আমার কিছুই করার নেই,' একথা ভেবে ও হীনমন্যতায় ভোগে। ও অবশ্য মাঝে মাঝে একথাও ভাবে যেওআমি

তো ওকে এখনো ডাকিইনি, তাহলে ও সাড়া দিবে কিভাবে' কিন্তু বেশ ভাগ সময় ওর ভয়ই ওর বিরুদ্ধে জয়ী হয় বলে জেদটা বেশী কাজ করে না। তাই ওর আর আগানোও হয় না। শুধু ওকে মনে মনেই ভালোবেসে গেল।

একদিন রাজন ওকে কথাচ্ছলে বলেছিলো-'তোমার চুলগুলোতো খুব সুন্দর!' এরপর থেকে লোপা আর কোনদিন ওর চুল কাটেনি। যে লোপা প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার চুল না কেটে থাকতেই পারত না, পড়ার সময় বাঁচিয়ে সে লোপা চুলের বাড়তি যত্ন করা করে দিল। পরে একদিন রাজনকে একথা বলতেই ও মৃদু হেসে বল্ল-ওতাই নাকি? আমি তো সেদিন এতো কিছু ভেবে তোমার চুলের প্রশংসা করিনি। তুমি কি এখন সত্যি সত্যিই চুল কাটা বন্ধ করে দিয়েছ?' সেদিন লোপা কি যে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো! আর নিজের উপরও ওর রাগ হয়েছিলো- 'ঠিকই তো, ও তো শুধু বলেছে আমার চুল সুন্দর, চুল কাটতে তো আর নিষেধ করেনি'।

রাজন ওকে কোনদিনও বুঝল না, হয়ত বুঝেও বুঝে না। তবু ওকে মনে পড়ে, ভীষণ মনে পড়ে। যেমন এখন ওর মনে হচ্ছে রাজনের সাথে কথা বলতে না পারলে ও মরে যাবে। যদিও ও জানে যে রাজন এখন বাসায় নেই, পড়াতে গেছে। তবুও মনকে স্বান্তনা দিতে ও রাজনের নাম্বারে ডায়াল করে বসল। এবং আশ্চর্যজনকভাবে ফোন রিসিভ করল রাজন। লোপার সমগ্র অস্তিত্বে প্রবল জোরে একটা ঝাঁকুনি লাগল।

রাজন-উপাখ্যান

রাজন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠল। একটু আগে সন্ধ্যা নেমেছে। সাধারনত দুপুরে ও ঘুমায় না। কিন্তু যেদিন ঘুমায়, সেদিন বলতে গেলে পুরো দিনটাই ও ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। অথচ রাতের ঘুমের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। আগে ওর এমন ঘুম ছিল না, রাত একটার আগে তো ওর ঘুমই আসত না, দুপুরের ঘুমের জন্যও তো রীতিমত যুদ্ধ করতে হত। গত ছয় মাস ধরে ঘুমের এমন বাড় বেড়েছে। দুপুরে ঘুমুলে আর দেখতে হয় না, ঐ ঘুমেই দিন পার। আজও তেমন হল। বাথরুমে থাকাকালীন সময়টা ওর ভীষণ বোরিং লাগে তাই প্রায়ই ও এসময়টা বিভিন্ন কিছু চিন্তা করে কাটায়। আজ বিকেলে ও ঘুমের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখেছে সেটা এখন মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। সপ্নের কথা ওর সাধারনত মনে থাকে না। বিছানায় যতক্ষন গড়াগড়ি দেয় ততক্ষন মনে থাকে, বিছানা থেকে নামার সাথে সাথে ভুলে যায় সব। তাই ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো বিছানায় থাকতে থাকতেই ও ওর সপ্নের কথা একটা খাতায় লিখে রাখবে। নতুবা সপ্নের কিছু অংশ নয়, পুরোটাই ভুলে যায়, শুধু সে স্বপ্নের রেশটুকু থেকে যায়। যেমন দু:সপ্ন দেখলে মানুষ সাধারনত মন খারাপ করে বা ভয় পায় কিন্তু ওর এ সবের কিছুই হয় না। সপ্নের কথা মনে করতে না পেরে শুধু মেজাজ খারাপ হয় ভীষন। মজার ব্যাপার হল এ পর্যন্ত একটা সপ্নের কথাও লিখতে পারেনি কারন সপ্ন লেখার সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকে ঘুম ভাঙ্গার পরই ও সপ্নের কথা ভুলে যায়। আজও একই ব্যাপার, তাই সঙ্গত কারনেই ওর মেজাজ খুব খারাপ। নিশ্চয়ই দু:সপ্ন দেখেছে এবং যথারীতি তা মনে নেই। এখন বাথরুমে বসে সেটাই মনে করার চেষ্টা করবে যদিও ও জানে মনে পড়বে না তবুও সময় কাটানো আরকি। বাথরুমে বসে ও কুলকুল করে ঘামতে লাগল। ইদানিং ওর এই ব্যাপারটা ঘটছে, প্রচন্ড গরমেও ওর তেমন একটা ঘাম হয় না কিন্তু টয়লেটে গেলেই ও দরদর করে ঘামে, এটা

কোন রোগের লক্ষন কিনা সেটা নিয়ে ও বেশ সংশয়ে আছে। টয়লেট থেকে বের হলে যে কেউ ওকে দেখে বলবে ও যেন টয়লেট থেকে নয়, বাথরুম থেকে গোসল করে বের হয়েছে। তাই ও ভাবছে আজ- কালকের ভেতরেই টয়লেটে একটা একজস্ট ফ্যানের ব্যাবস্থা করবে। কিন্তু বাথরুমে কেউ ফ্যান লাগিয়েছে এমন তথ্য ওর জানা নেই। আর তাছাড়া ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে একজন মানুষ হাগু করছে এই দৃশ্যটাও তেমন সুবিধার না। এমন সময় ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ করেই ওর মস্তিস্ক ভুলে যাওয়া সপ্নটা ওকে মনে করিয়ে দিল। কারন ওটা ফ্যান সংক্রান্ত।। ও সপ্ন দেখেছে জুলিয়াকে। জুলিয়া আর ও একটা খাটে চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ জুলিয়া উঠে দাঁড়াল, লম্বা মানুষ, দাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর ঘুরতে থাকা একটা ফ্যানের সাথে লেগে ওর মাথার একটা পাশ থেঁতলে যায়। পাশের দেয়ালে রক্তের ছিটা এসে লাগে। একেবারে স্পষ্ট মনে পড়ে গেল সব। রাজন ভীষন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই সপ্নটা ও কি করে ভুলে গেল? নিজের উপরই খুব রাগ হচ্ছে ওর। আর তাছাড়া হঠাৎ করে এই সপ্ন দেখার মানেটাই বা কি? জুলিয়ার কিছু হয়নিতো? এমনিতেই মেয়েটা অসুস্থ, একবার তাহলে খোঁজ নিতে হয়।' ভাবল ও। এসব ভেবে তাড়াতাড়ি টয়লেটের কাজ শেষ করতে লাগল। বাথরুমে ঢোকার সময় ভেজা স্যান্ডেলে পা পড়ে পিছলে গিয়েছিলো, কোনমতে নিজেকে সামলিয়েছে ও, আব্বু এমন বিশ্রী ধরনের টাইলস্ লাগিয়েছে, খালি পায়ে হাটলেও স্লিপ খেতে হয়। স্বপ্নের কারনে মেজাজ গরম ছিলো, পিছলে পড়ার পর আরো গরম হয়েছে, এখন আবার টিস্যু বক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে সেটা খালি, মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। রাগের চোটে বাইরে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। 'আম্মু, টয়লেটে টিস্যু নেই কেন? এটা আর কারো চোখে পড়ল না? নাকি টিস্যু শুধু আমি একাই ইউজ করি?' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কারো বলতে ও ওর বাবা-মা কেই বুঝিয়েছে, এই তিনটি প্রাণি নিয়েই ওদের পরিবার। ওর মা মুখ বুঝে সব সহ্য করেন। হয়ত এ কথা ভেবে 'আর কদিন পর চেঁচামেচি করার কেউ থাকবে না', রাজন যখন হাত মুখ ধোয়া শেষ করে বাথরুম থেকে বেরুল, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল।

ও ধরল, ওপাশ থেকে মেয়েলী কণ্ঠ শোনা গেল, 'হ্যালো'-

-'হ্যালো' কে বলছেন? রাজনের জিজ্ঞেস। পর মূহুর্তেই লোপার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রাজনের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না, একটুপর ধাতস্ত হয়ে হড়বড় করে বলে চল্ল- 'হ্যালো' রাজন ভাই আমি লোপা, আপনি এ সময়ে বাসায়? কি আশ্চয! পড়াতে যাননি? শরীর খারাপ নাকি? আমাকে জানাবেন না?' চুপ করে রইল রাজন, জবাব না পেয়ে লোপা আবার ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলে উঠল কি হল চুপ করে আছেন যে?'

- তোমার প্রশ্নবান থামার অপেক্ষায় ছিলাম, থেমেছে ওটা?
- 'না মানে,' লজ্জায় লাল হয়ে লোপা আমাতা আমতা করে বল্ল- 'আপনার তো এসময় বাসায় থাকার কথা না...'
- 'আমার শরীর ভাল আছে, তবে আমার ছাত্রীটার জ্বর হয়েছে, খুব টেনশনে আছি ওকে নিয়ে।'

অজানা এক আশঙ্কায় হঠাৎ লোপার বুকটা ধুক্ করে উঠল কারন রাজন যে ওর ছাত্রীটাকে নিয়ে একটু বেশীই টেনশন করে সেটা ওর অজানা নয়। ও গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বল্ল-'টেনশনের কিছু নেই, আজকাল তো অনেকেরই জ্বর হচ্ছে,'

- লোপার এমন মন্তব্যে খানিকটা বিরক্ত হল রাজন, বল্ল- 'তা হচ্ছে, কিন্তু ওরটা ভাইরাস জ্বর কিনা কে জানে? ইদানিং ভাইরাস জ্বরে নাকি নরমাল এন্টিবায়োটিক কাজ করছে না, কড়া ডোজ দিতে হয়, সেটা আবার সব সময় রোগ শরীরে স্যুটও করে না। জুলিয়ার শরীরে করবে কিনা কে জানে? তবে আমার মনে হয় না ওরটা ভাইরাস জ্বর নয়, তুমি কি বল? হবু ডাক্তারের মতামতটা জানা থাকা দরকার' -হালকা ফান করে বল্ল ও।

- 'আপনার এত চিন্তা কেন? আপনার তো বরং আরো খুশী হবার কথা, স্টুডেন্ট অসুস্থ মানেই তো টিচারের ছুটি! আপনি ছুটি পাননি?' রাজনের ফানের উত্তরে ও-ও ফান করল কিন্তু কণ্ঠে ন্যাচারিলিটি না থাকায় সেটা ফান বলে মনে হল না, মনে হল যেন ও সিরিয়াসভাবেই কথাটা বলেছে।
- 'আমার উত্তরটা তো পেলাম না ।'

উত্তর দেবে কি, রাজনের কথা শুনে ও নিজেই দুঃচিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে । মেয়েটার জন্য ওর এত ভাবনা কিসের?ওহ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, ভাইরাস জ্বর এখন হচ্ছে ঠিক, কিন্তু খুব একটা না। ওর ভাইরাস জ্বর না-ও হতে পারে।' দায়সারা উত্তর দিল লোপা।

- যাক তুমি আমাকে আশ্বস্ত করলে।
- 'আপনার প্রশ্নের উত্তর তো পেলেন, এবার আমারটা দিন।'
- ও হ্যাঁ, ছুটি পেয়েছি, এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি।' নির্লিপ্ত গলায় বল্ল রাজন, যেন ছুটি পেয়ে ও খুব ঝামেলায় পড়ে গেছে। কিন্তু লোপা বেশ উৎফুল্ল হয়ে বল্ল-ওসত্যি, পুরো এক এক সপ্তাহের ছুটি?

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার ছুটিতে তুমি এত খুশী কেন?' রাজনের স্বরে সন্দেহ।

আবার লজ্জা পেল লোপা, একটু আগে একগাদা প্রশ্ন করে বোকার মত কাজ করেছে। এখন আবার আরেকটা। এখন থেকে কথা-বার্তায় আরো সাবধানী হতে হবে। ও আর লজ্জা পেতে চায় না। কৈফিয়ত দেখানোর ভঙ্গিতে বল্ল-ওনা মানে, আপনি তো আমাদের বাসায় আসার সময়ই পান না, আম্মু তো প্রায়ই আপনার কথা বলে, কাল বিকেলে চলে আসুন না একবার...

-তোমাদের বাসায় তো কয়েকদিন আগেই গেলাম, মোবাইলের বিলের কাগজটা দিয়ে আসলাম না? তুমি বাসায় ছিলে না। কেন আন্টি তোমাকে কিছু বলেননি?' অবাক হয়ে বল্ল রাজন।

লোপা আবার ধরা খেল। কারন কয়েকদিন আগে রাজন যে ওদের বাসায় এসেছিলো এটা ও ভাল করেই জানে। ও কলেজে ছিলো। রাজন বাসায় আসা সত্ত্বেও ওর সাথে লোপার দেখা হয়নি বলে নিজের আর কলেজটার উপর ওর ভীষন রাগ হয়েছিলো সেদিন। এত কষ্ট করে, এত টাকা খরচ করে সব 'সিস্টেম' করল আর এ মাসেরটা কিনা বিফলে গেল। গত তিন মাসে মাত্র দু বার এসেছে, প্রথমবার রাজন নিজের পকেট থেকে বিল দিয়েছে ওসিস্টেমটা' হল, ও নিজের নামে সিম রেজিস্ট্রেশন না করে রাজনের নামে করেছে, তাই প্রতি মাসের ফোন বিলটা রাজনের নামেই আসে। রাজন সেটা লোপার কাছে পৌছেঁ দিয়ে আসে। রাজন ভাবছে, মোবাইল কোম্পানি ভুল করে এখনও তার কাছে বিল পাঠাচ্ছে, তাই ও নিজে কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, কারন লোপা যে কোম্পানির লোকদের ঘুষ খাইয়েছে সেটা তো আর রাজন জানে না। লোপা একাজটা করেছে

যাতে রাজন প্রতিমাসে অন্তত একবার ওদের বাসায় আসে। বাসা ওদের খুব একটা দূরে নয়। কোনমতে বল্ল 'হ্যাঁ বলেছে...'

-তাহলে আবার বাসায় আসতে বলছ কেন? আগামী মাসের আগে হয়ত আর তোমাদের বাসায় যাওয়া হবে না।

কষ্টে লোপার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, রাজনকে বাসায় আনার জন্য ও মরিয়া হয়ে উঠল। তাই আরেকটা ভুল করল। বল্ল-'আগামী মঙ্গল বার আমার জন্মদিন, কাল বিকেলে তাই আপনাকে আসতেই হবে।'

- আগামী মঙ্গল বার তোমার জন্মদিন নাকি? কই আন্টি তো আমাকে কিছু বল্লেন না!

-হয়ত তাঁর মনে ছিলো না, আপনি আসছেন তো?

- আসতে পারি, কথা দিতে পারছি না,
- 'না আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনি এখন পুরোপুরি ফ্রি, কোন কাজটাজ নেই, আপনি আগামী মঙ্গল বার বিকেলে অবশ্যই আমাদের বাসায় আসছেন।'- অনেকটা আদেশের সুরে বল্ল লোপা ।
- 'আচ্ছা ঠিক আছে, সময় করে আমি আসব।' - রাজন রাজি হয়ে গেল।-ওলোপা, আমার খুব জরুরী একটা ফোন করা লাগবে, এখন রাখি?' খুব ভদ্র ভাবে বল্ল ও।
- আচ্ছা, আসতে ভুলবেন না যেন'- নিতান্ত অনিচ্ছাভরে বলে ফোন রেখে দিল।

আগামী মঙ্গল বার , ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র দিন বিকেলে ও খুব সুন্দর করে নিজেকে সাজাবে, শুধু রাজনের জন্য।

(অসমাপ্ত) মুর্শেদুল কবীর, সিডনী